রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ১৪, ২০০১

(মূল ইংরেজি হইতে বাংলায় অনুদিত পাঠ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়

(আইন ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ)

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৮২

নং ৭২৩-পাব।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক কর্তৃক এতদ্বারা ১৯৮২ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে প্রণীত নিম্নের অধ্যাদেশটি সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশিত হইল:—

বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্তোরাঁ অধ্যাদেশ, ১৯৮২
অধ্যাদেশ নং ৫২, ১৯৮২

হোটেল ও রেস্তোরাঁসমূহের সেবা ও সুযোগ-সুবিধার মান নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাকল্পে প্রণীত

<u>অধ্যাদেশ</u>

যেহেতু হোটেল ও রেস্তোরাঁসমূহের প্রদত্ত সেবা ও সুযোগ-সুবিধার মান নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চের ফরমানে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা ও প্রবর্তন**।—(১) এই অধ্যাদেশ বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্তোরাঁ অধ্যাদেশ, ১৯৮২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা বলবৎ হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে,—

(ক) "শিক্ষানবিস" অর্থ যে ব্যক্তি কোন হোটেল বা রেস্তোরাঁয় শিক্ষানবিস হিসাবে কাজ করার জন্য উক্ত হোটেল বা রেস্তোরাঁর সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন;

(খ) "কমিটি" অর্থ ধারা ৪ অধীন গঠিত হোটেল ও রেস্তোরাঁ উপদেষ্টা কমিটি;

(গ) "নিয়ন্ত্রক" বলিতে ধারা ৩ অধীন নিযুক্ত নিয়ন্ত্রক এবং নিয়ন্ত্রকের সকল বা যে কোন ক্ষমতা ও কার্যাবলী পালন করিবার জন্য সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ক্ষমতা প্রদত্ত উপ-নিয়ন্ত্রক ও সহকারী নিয়ন্ত্রক এবং অন্য কোন ব্যক্তিকেও বুঝাইবে;

(ঘ) "খরিদ্দার" অর্থ অর্থের বিনিময়ে হোটেল বা রেস্তোরাঁ কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধা ভোগকারী ব্যক্তি;

(ঙ) "ন্যায্যদর" অর্থ ধারা ১০ অধীন নির্ধারিত দর;

(চ) "অতিথি" অর্থ অর্থের বিনিময়ে কোন হোটেল কর্তৃক প্রদত্ত কোন আবাসন সুবিধা ভোগদখলকারী ব্যক্তি এবং একজন পর্যটকও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

ব্যাখ্যা।—এই দফায় "পর্যটক" শব্দের অর্থ যে ব্যক্তি যে দেশে বসবাস করেন সেই দেশ ব্যতীত অন্য কোন দেশে ২৪ ঘন্টার অধিক, কিন্তু অনধিক ছয় মাসকাল পর্যন্ত ভ্রমণরত থাকিলে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে, কিন্তু যিনি কোন অফিস বা পেশা গ্রহণের জন্য আগমন করেন তিনি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।

(ছ) "হোটেল" অর্থ, নির্ধারিত যে কোন মানের সহিত সংগতিপূর্ণ ভাড়ায় প্রদানযোগ্য দশ শয়ন কক্ষবিশিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠান যেখানে অর্থের বিনিময়ে অতিথিদের জন্য থাকা, বা থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এইরূপ কোন প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে, কিন্তু নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না—

(১) যে আশ্রম বা হোটেল কেবল বা প্রধানতঃ বয়স্ক বা অক্ষম ব্যক্তিদের বা ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় এবং উহা কোন দাতব্য বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়; অথবা

(২) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহৃত হইলেও কেবল সফররত সরকারী কর্মচারী অথবা অন্যান্য সংগঠনের কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে পরিচালিত কোন 'রেস্ট হাউস; হোস্টেল বা সার্কিট হাউস';

(জ) "ব্যবস্থাপক" অর্থ, হোটেল বা রেস্তোরাঁর ব্যবস্থাপনার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বুঝাইবে;

(ঝ) "মালিক" অর্থ হোটেল বা রেস্তোরাঁর স্বত্বাধিকারী এবং হোটেল বা রেস্তোরাঁ প্রদত্ত আবাসন বা সেবার বিনিময়ে অতিথি বা খরিদ্দারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত আয়ের সমগ্র বা অংশ বিশেষ পাইবার অধিকারী ব্যক্তিকে বুঝাইবে, এবং উক্ত হোটেল বা রেস্তোরাঁ সাময়িকভাবে মালিকের দায়িত্ব পালনরত কোন রক্ষক বা স্বত্ব নিয়োগীও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঞ) "নির্ধারিত" অর্থ, এই অধ্যাদেশের অধীন বিধিবলে নির্ধারিত;

(ট) "সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কক্ষ" অর্থ, সকল অতিথি এবং খরিদ্দারের ব্যবহারের জন্য হোটেলে রক্ষিত কক্ষ;

(ঠ) "রেস্তোরা" অর্থ, অর্থের বিনিময়ে খরিদ্দারগণকে নির্ধারিত ন্যূনতম মানের সহিত সংগতিপূর্ণ উন্নত ও বিভিন্ন ধরণের খাদ্য করা খাদ্যসামগ্রী সরবরাহসহ ত্রিশ জন বা তদূর্ধ্ব ব্যক্তির বসার ব্যবস্থা রহিয়াছে এইরূপ সর্বসাধারণের জন্য কোন খাবার গৃহ;

(ড) "সেবা" অর্থ, হোটেল বা রেস্তোরাঁ প্রদত্ত যে কোন সেবা।

৩। **নিয়ন্ত্রক, উপ-নিয়ন্ত্রক ও সহকারী নিয়ন্ত্রকের নিয়োগ।**—(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা কোন ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রক হিসাবে নিয়োগদান করিতে পারিবেন, এবং এই অধ্যাদেশ দ্বারা বা এই অধ্যাদেশের অধীন যে সকল কার্য ও কর্তব্য সম্পাদন ও পালন করিতে হইবে তাহা সম্পাদন ও পালন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপ-নিয়ন্ত্রক ও সহকারী নিয়ন্ত্রককে নিয়োগদান করিতে পারিবেন, এবং সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা তাঁহাদের করণীয় কার্য বিতরণ বা বন্টনের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

(২) এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী সাপেক্ষে, নিয়ন্ত্রক, সরকারের সাধারণ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণাধীন তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন এবং দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) এই অধ্যাদেশ বিধান, এবং সরকার এতদসম্পর্কে সময়ে সময়ে যে সকল আদেশ প্রদান করিবে, সেই সকল আদেশ সাপেক্ষে উপ-নিয়ন্ত্রক ও সহকারী নিয়ন্ত্রকগণ নিয়ন্ত্রকের সাধারণ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণাধীন তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন এবং দায়িত্ব পালন করিবেন।

৪। **উপদেষ্টা কমিটি গঠন।**—(১) এই অধ্যাদেশের প্রশাসন সংক্রান্ত নির্ধারিত বিষয়সমূহের ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য ও পরামর্শদানের জন্য সরকার যতজন সদস্য স্থির করিবেন ততজন সদস্য-বিশিষ্ট হোটেল ও রেস্তোরাঁর উপদেষ্টা কমিটি নামে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করিতে পারিবেন।

(২) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদ ও শর্তাবলী সাপেক্ষে কমিটির সদস্যগণ নিযুক্ত হইবে।

(৩) কমিটির সদস্যগণের মধ্য হইতে সরকার উহার চেয়ারম্যান নিয়োগ করিবেন।

৫। **হোটেল ও রেস্তোরাঁর নিবন্ধনকরণ**—(১) প্রত্যেক হোটেল এবং রেস্তোরাঁর মালিক, এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পর অথবা উক্ত হোটেল বা রেস্তোরাঁ উদ্বোধনের সময় হইতে দুই মাসের মধ্যে, যাহাই পরে হউক, নির্ধারিত ফিস প্রদান করিয়া তাহার হোটেল অথবা রেস্তোরাঁ নিবন্ধন করিবার জন্য এবং হোটেলের ক্ষেত্রে, উক্ত হোটেলের শ্রেণীবিন্যাসের জন্য নিয়ন্ত্রকের নিকট আবেদন করিবেন।

(২) কোন হোটেল বা রেস্তোরাঁ নিবন্ধন করা হইবে না, যদি না—

(ক) ইহা স্বাস্থ্যসম্মত, স্বাস্থ্যবিধিমত ও আরামের মানসম্পন্ন হয়ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়ন্ত্রক স্বীয় বিবেচনামতে উপযুক্ত শর্ত সাপেক্ষে সাময়িকভাবে কোন নিবন্ধন অনুমোদন করিতে পারেন এবং যথার্থ ও পর্যাপ্ত কারণে যে কোন শর্ত সংশোধন, পরিবর্তন অথবা প্রত্যাহার করিতে পারেন;

(খ) ইহা নিজ খরচে নির্ধারিত ফরমে সিভিল সার্জনের নিকট হইতে কর্মচারীদের শারীরিক যোগ্যতা সম্পর্কে ডাক্তারী প্রত্যয়নপত্র প্রদান করে;

(গ) ভবন কাঠামোগতভাবে নিরাপদ এবং আগুন অথবা বিদ্যুৎ কিংবা গ্যাসজনিত দুর্ঘটনা হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে সুরক্ষিত হয় এবং অতিথি বা খরিদ্দারগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।

(৩) নিয়ন্ত্রক অথবা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রদত্ত কোন কর্মকর্তা, অথবা কমিটির কোন সদস্য যে কোন সময়ে, হোটেল বা রেস্তোরাঁ প্রাঙ্গন পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং উক্ত হোটেল বা রেস্তোরাঁ সংক্রান্ত যে কোন বিষয় সম্পর্কে কোন তথ্য পরিকল্পনা বা উপাত্ত তলব করিতে পারিবেন, অথবা মালিকের খরচে কোন দ্রব্যসামগ্রী বা সরঞ্জামাদি কিংবা খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষার জন্য মালিককে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

৬। **হোটেলের শ্রেণীবিন্যাস।**—সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সাধারণ অথবা বিশেষ নির্দেশ সাপেক্ষে, নিয়ন্ত্রক সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নির্ধারিত ন্যূনতম মান এবং তারকা শ্রেণীবিন্যাসের পদ্ধতি অনুযায়ী হোটেলসমূহ নিম্নরূপ শ্রেণীবিন্যাস করিবেন যথা:—

(ক) এক তারকা চিহ্নিত হোটেল, যে সকল হোটেল ঐ শ্রেণীর হোটেলের নির্ধারিত ন্যূনতম মানের সহিত সংগতিপূর্ণ, কিন্তু উচ্চতর শ্রেণীর তারকা চিহ্নিত হোটেলসমূহের নির্ধারিত ন্যূনতম মানের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে;

(খ) দুই তারকা চিহ্নিত হোটেল, যে সকল হোটেল ঐ শ্রেণীর হোটেলে নির্ধারিত ন্যূনতম মানের সহিত সংগতিপূর্ণ, কিন্তু উচ্চতর শ্রেণীর তারকা চিহ্নিত হোটেলসমূহের নির্ধারিত ন্যূনতম মানের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে;

(গ) তিন তারকা চিহ্নিত হোটেল, যে সকল হোটেল ঐ শ্রেণীর হোটেলের নির্ধারিত ন্যূনতম মানের সহিত সংগতিপূর্ণ, কিন্তু উচ্চতর শ্রেণীর তারকা চিহ্নিত হোটেলসমূহের নির্ধারিত ন্যূনতম মানের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে;

(ঘ) চার তারকা চিহ্নিত হোটেল, যে সকল হোটেল ঐ শ্রেণীর হোটেলের নির্ধারিত ন্যূনতম মানের সহিত সংগতিপূর্ণ, কিন্তু উচ্চতর শ্রেণীর তারকা চিহ্নিত হোটেলসমূহের নির্ধারিত ন্যূনতম মানের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে; এবং

(ঙ) পাঁচ তারকা চিহ্নিত হোটেল, যে সকল হোটেল ঐ শ্রেণীর হোটেলের নির্ধারিত ন্যূনতম মানের সহিত সংগতিপূর্ণ, সেই সকল হোটেল।

৭। **লাইসেন্স প্রদান।**—(১) প্রত্যেক মালিক, ৫ ধারার অধীন তাহার হোটেল বা রেস্তোরাঁ নিবন্ধন করিবার পর, নির্ধারিত ফিস প্রদান করিয়া নিয়ন্ত্রকের নিকট হইতে লাইসেন্স পাইবেন।

(২) এই অধ্যাদেশের অধীন প্রথমে হোটেল বা রেস্তোরাঁ নিবন্ধন না করিয়া এবং লাইসেন্স না পাইয়া কোন মালিক তাহার ব্যবসা চালাইতে পারিবেন না, এবং কোন হোটেলের ক্ষেত্রে, শ্রেণী-বিন্যাসের তারকা চিহ্ন ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(৩) এই ধারার অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স সংগে সংগে স্থগিত বা প্রত্যাহার করা না হইলে, তাহা প্রদানের তারিখ হইতে এক বৎসর মেয়াদের জন্য বলবৎ থাকিবে এবং প্রতিবার নির্ধারিত ফিস প্রদান করিয়া তাহা এক বৎসর মেয়াদের জন্য নবায়ন করা যাইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, লাইসেন্সের বৈধতার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি উহা নবায়নের জন্য দরখাস্ত করা হয়, তবে উক্ত দরখাস্তের উপর কোন আদেশ প্রদান না করা পর্যন্ত উক্ত লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

৮। **নিবন্ধন বা লাইসেন্স প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন এবং বাতিলকরণ।**—(১) নির্ধারিত ন্যূনতম মানের সহিত সংগতিপূর্ণ না হইলে, নিয়ন্ত্রক কোন হোটেল বা রেস্তোরাঁ নিবন্ধন করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।

(২) কোন হোটেল অথবা রেস্তোরাঁর নিবন্ধন ও লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিত করা যাইবে অথবা কোন হোটেলের তারকা শ্রেণী বিন্যাস নিম্ন পর্যায়ভুক্ত করা যাইবে, যদি—

(ক) নিয়ন্ত্রকের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত উহার কারবার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বন্ধ বা স্থগিত করা হয়, তবে মেরামত, উন্নতি-বিধান, সংস্কার বা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে অথবা মৌসুমী কারবারের ক্ষেত্রে মন্দা মৌসুমে কোন কারবার বন্ধ বা স্থগিত রাখা যাইবে এবং উক্ত স্থগিত বা বন্ধকরণ সম্পর্কে প্রতি ক্ষেত্রে নিবন্ধককে আগাম অবহিত করিতে হইবে;

(খ) উহার মালিক বা তাহার পক্ষে কর্মরত কোন ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের বিধানাবলীর যে কোন বিধান বা তদধীন প্রণীত বিধি বা আদেশসমূহের যে কোন বিধি বা আদেশ লঙ্ঘন করেন;

(গ) হোটেল মালিক উহার খরিদ্দার বা অতিথিদের জান ও মালের জন্য যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিধানে ব্যর্থ হয়;

(ঘ) উহা ধারা ৫ এর অধীন নিবন্ধের প্রয়োজনীয়তার সহিত সংগতিপূর্ণ না হয়, এবং হোটেলের ক্ষেত্রে, উহা যে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সেই শ্রেণীর নির্ধারিত ন্যূনতম মানের সহিত সংগতিপূর্ণ না হয়; অথবা

(ঙ) হোটেলের ক্ষেত্রে, উহার মালিক নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে অতিথিদের নাম, অন্যান্য বিবরণ নিবন্ধন বহিতে লিপিবদ্ধ করিতে ব্যর্থ হন।

৯। **হোটেল ও রেস্তোরাঁর হস্তান্তর গ্রহীতা, ইত্যাদির বাধ্যবাধকতা।**—এই অধ্যাদেশের অধীন নিবন্ধনকৃত ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন হোটেল অথবা রেস্তোরাঁ কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর বা বরাদ্দ করা হইলে উক্ত হস্তান্তর বা সমর্পণ কার্যকর হইবার এক মাসের মধ্যে তদসম্পর্কে নিয়ন্ত্রককে অবহিত করা ঐ ব্যক্তির অবশ্যই কর্তব্য এবং এই অধ্যাদেশের অধীন নূতন লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।

১০। **ন্যায্য হার নির্ধারণ।**—(১) প্রত্যেক মালিক হোটেল বা রেস্তোরাঁতে প্রদত্ত আহার, আবাসন এবং অন্যান্য সেবার জন্য আদায়যোগ্য ন্যায্য হার নির্ধারণ করিয়া দিবেন।

(২) প্রত্যেক মালিক থাকিবার স্থান, আহার ও সেবাকার্যের জন্য একত্রে, অথবা কেবল থাকিবার স্থান ও সেবাকার্যের জন্য, অথবা পৃথকভাবে নিম্নরূপভাবে ন্যায্যদর নির্ধারণ করিবেন—

(ক) থাকার সুবিধার প্রকৃতি এবং কতজন অতিথি থাকিবে তাহার ভিত্তিতে আবাসনের জন্য;

(খ) আহার, আংশিক অথবা পূর্ণ; এবং

(গ) অন্যান্য সেবার জন্য।

(৩) দৈনিক ও মাসিক অতিথিদের জন্য পৃথকভাবে ন্যায্যদর নির্ধারণ করা যাইতে পারে।

ব্যাখ্যাঃ—এক মাস বা তদূর্ধ্ব কালের জন্য আবাসন সংরক্ষিত রাখিতে যে অতিথি সম্মত হন, অথবা যে অতিথির জন্য সংরক্ষণ করা হয় সেই অতিথি মাসিক অতিথি বলিয়া গণ্য হইবেন, তবে শর্ত থাকে যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে সেখানে এক মাস বা তদূর্ধ্বকাল অবস্থান করিবেন অথবা এক মাসের ভাড়া অগ্রিম পরিশোধ করিবেন, এবং যেক্ষেত্রে সংরক্ষণ কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য না হয় অথবা উহা যদি এক মাসের কম সময়ের জন্য হয়, তবে সেই অতিথি দৈনিক অতিথি বলিয়া গণ্য হইবেন।

১১। কোন্ কক্ষে কতজন লোকের আবাসনের ব্যবস্থা করা হইবে তাহা নিয়ন্ত্রক নির্ধারণ করিবেন।—(১) হোটেলের প্রত্যেক কক্ষে বা অন্যান্য ইউনিটে সর্বাধিক কতজন অতিথি থাকিবেন নিয়ন্ত্রক তাহা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(২) নিয়ন্ত্রকের লিখিত পূর্ব অনুমতি ব্যতীত উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন কক্ষের জন্য যে নির্দিষ্ট সংখ্যক অতিথির বাসস্থানের আদেশ দেওয়া হইয়াছে সেই কক্ষ উক্ত আদেশে ঐ নির্দিষ্ট সংখ্যার অধিক অতিথির জন্য ব্যবহার করা যাইবে না।

(৩) নিয়ন্ত্রক উপ-ধারা (১) এর অধীন তৎকর্তৃক প্রদত্ত যে কোন আদেশ সময় সময় সংশোধন করিতে পারিবেন, যাহাতে ঐ আদেশে নির্দিষ্ট অতিথির সংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস করা যাইবে।

১২। হোটেল ও রেস্তোরাঁ প্রতিষ্ঠানের প্রবিধানমালা।—প্রত্যেক হোটেল অথবা রেস্তোরাঁর মালিক এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালার সহিত সংগতি রাখিয়া তাহার হোটেল বা রেস্তোরাঁ বিষয়ে প্রবিধানমালা তৈরী করিবেন এবং উহা নিয়ন্ত্রক কর্তৃক অনুমোদিত করাইবেন।

১৩। ন্যায্যদর, ইত্যাদি প্রদর্শন করিতে হইবে।—(১) ন্যায্যদর, হোটেলের কোন কক্ষে, অথবা আবাসনের কোন ইউনিটে সর্বাধিক কতজন অতিথির সংকুলান হইবে উহা এবং উক্ত হোটেলের প্রবিধানমালা, প্রত্যেক হোটেলের অফিস ও সাধারণ কক্ষে (যদি থাকে) প্রকাশ্যভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে।

(২) ন্যায্যদর ও রেস্তোরাঁর প্রবিধানমালা প্রত্যেক রেস্তোরাঁ অফিস, হল এবং কক্ষসমূহে প্রকাশ্যভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে।

১৪। নিয়ন্ত্রকের অনুরোধে আবাসন সংরক্ষণ।—(১) এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ সাপেক্ষে, নিয়ন্ত্রক আদেশ দ্বারা যে কোন হোটেলের মালিক বা ব্যবস্থাপককে উক্ত হোটেলে আবাসন সংরক্ষণের জন্য উক্ত আদেশে নির্দিষ্ট করিয়া নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(২) এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নির্দেশনা সাপেক্ষে, নিয়ন্ত্রক উপ-ধারা ১ এর অধীন সংরক্ষিত আবাসন যে কোন ব্যক্তিকে বরাদ্দ করিতে পারিবেন এবং তারপর সেই ব্যক্তি তাঁহাকে বরাদ্দকৃত আবাসন সূত্রে হোটেলের একজন অতিথি বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৩) যে ক্ষেত্রে উপ-ধারা ১ এর অধীন কোন আবাসন সংরক্ষণ করা হয়, সে ক্ষেত্রে হোটেলের মালিক বা ব্যবস্থাপক, উহা বা উহার অংশবিশেষ নিয়ন্ত্রকের নির্দেশ অনুসারে সংরক্ষণ করিয়া ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত রাখিবেন এবং যে ব্যক্তির অনুকূলে উহা বরাদ্দ দেওয়া হয় তাঁহার ভোগদখলের জন্য এতদুদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রক কর্তৃক তাহার উপর লিখিত নোটিশ জারির পর আটচল্লিশ ঘন্টা উত্তীর্ণ হওয়ার পর বরাদ্দ দিতে হইবে।

(৪) এই ধারায় বর্ণিত কোন কিছুই উপ-ধারা ১ এর অধীন সংরক্ষিত আবাসন অন্য কোন ব্যক্তিকে ভাড়া দেওয়া হইতে হোটেলের মালিক বা ব্যবস্থাপকের প্রতি কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিবে না, এই শর্তে যে, নিয়ন্ত্রক কর্তৃক কোন অতিথির জন্য আবাসন বরাদ্দ করা হইলে উক্ত অতিথি ব্যতীত উপ-ধারা ৩ এর অধীন নিয়ন্ত্রকের নিকট হইতে নোটিশ প্রাপ্তির পর উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির সময় হইতে আটচল্লিশ ঘন্টা পর উক্ত অতিথি আবাসনটি খালি করিয়া দিবে।

১৫। **কতিপয় ব্যবসা ও পেশা নিষিদ্ধকরণের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রকের ক্ষমতা।**—নিয়ন্ত্রক লিখিত আদেশ দ্বারা কোন তিন তারকাবিশিষ্ট হোটেল একশত গজের মধ্যে যে কোন ব্যবসা, পেশা, কারবার বা শিল্প-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা নিষিদ্ধ করিতে পারিবেন, যাহা তাঁহার মতে—

(১) অতিথি বা খরিদ্দারদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের পক্ষে ক্ষতিকর অথবা তাঁহাদের নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি হইতে পারে;

(২) দন্ড বিধিতে (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) বর্ণিত কোন উপদ্রব হইতে পারে;

(৩) সুরুচির জন্য ক্ষতিকর হইতে পারে।

১৬। **অতিথি উচ্ছেদ।**—(১) অতঃপর ব্যবস্থিত বিধান ব্যতীত, হোটেলের কোন অতিথি যতদিন ন্যায্যদর পরিশোধ করিবেন অথবা উহা পরিশোধ করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক থাকিবেন এবং হোটেলে প্রদর্শিত প্রবিধানমালা মানিয়া চলিবেন এবং এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী ও তদধীন নির্ধারিত শর্তাবলী পালন করিবেন ততদিন পর্যন্ত তাঁহাকে উচ্ছেদ করা যাইবে না অথবা তাহার প্রাপ্য আহার অথবা অন্যান্য সেবায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা যাইবে না।

(২) হোটেল বা রেস্তোরাঁতে কোন অতিথি বা খরিদ্দারের যে আচরণ উপদ্রবের সামিল অথবা হোটেল বা রেস্তোরাঁর অন্যান্য অতিথি ও খরিদ্দারের বিরক্তির উৎস অথবা অন্য কোন অতিথি বা খরিদ্দারের জন্য হুমকিস্বরূপ বা তাঁহাদের কাহারও ভীতির সঞ্চার করে, অথবা হোটেল বা রেস্তোরাঁতে কোন ব্যক্তির জীবন বিপন্ন করিতে পারে এমন কোন আচরণের জন্য যিনি দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন, এইরূপ কোন অতিথি বা খরিদ্দারকে মালিক বা ব্যবস্থাপক উচ্ছেদ করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত অতিথি বা খরিদ্দার কর্তৃক আশু শান্তিভঙ্গের বা কোন অপরাধ সংঘটনের আশংকা করিবার যথার্থ কারণ থাকিলে মালিক বা ব্যবস্থাপক ঐ অতিথি বা খরিদ্দারকে উক্ত কার্য করা হইতে বিরত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিবেন এবং ঘটনাটি অবিলম্বে স্থানীয় পুলিশকে অবহিত করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) অথবা উপ-ধারা-(২) এর অধীন উচ্ছেদ দ্বারা অথবা আহার বা অন্যান্য সেবা অস্বীকৃতির দ্বারা সংক্ষুব্ধ যে কোন অতিথি বা খরিদ্দার নিয়ন্ত্রকের নিকট অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন এবং নিয়ন্ত্রক নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংক্ষিপ্ত তদন্ত অনুষ্ঠানের পর যে রূপ আদেশ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবেন।

১৭। **নিয়ন্ত্রকের কার্যপদ্ধতি ও ক্ষমতা।**—(১) নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংক্ষিপ্ত তদন্ত অনুষ্ঠান ব্যতীত, নিয়ন্ত্রক কোন হোটেল বা রেস্তোরাঁ নিবন্ধন করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিবেন না অথবা উহার লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিত করিবেন না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন তদন্ত অনুষ্ঠান অথবা এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিয়ন্ত্রক অন্য যে কোন প্রকার তদন্ত প্রয়োজন মনে করিবেন, তাহা অনুষ্ঠানের জন্য দেওয়ানী আদালতের ন্যায় নিম্নবর্ণিত বিষয়ে তাঁহার উপর একই প্রকার ক্ষমতা অর্পিত থাকিবে—

(ক) শপথের (এফিডেভিট) মাধ্যমে তথ্যাদির প্রমাণ;

(খ) কোন ব্যক্তির উপর সমন জারি করিয়া তাহাকে হাজির হইতে বাধ্য করিবার পর হলফ করাইয়া সাক্ষ্য গ্রহণ;

(গ) দলিল ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য-প্রমাণ দাখিল করিতে বাধ্যকরণ; এবং

(ঘ) সাক্ষীগণের সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য কমিশন ইস্যুকরণ।

১৮। **নিয়ন্ত্রকের অতিরিক্ত ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিয়ন্ত্রক—

(ক) এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী এবং তদধীন প্রণীত বিধি ও প্রদত্ত আদেশ যথাযথভাবে পালন করা হইতেছে এই মর্মে তাঁহার সন্তুষ্টির জন্য কোন মালিক বা ব্যবস্থাপকের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় তথ্য বা বিবরণী তলব করিতে পারিবেন;

(খ) কোন হোটেল বা রেস্তোরাঁর মালিক বা ব্যবস্থাপককে ক্ষমতাধীন হোটেল বা রেস্তোরাঁ সম্পর্কিত যে তথ্য রহিয়াছে বা রহিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে সেই তথ্য সম্বলিত যে কোন হিসাব-বহি, দলিল অথবা তাহার দখল বা ক্ষমতাধীন অন্যান্য কাগজপত্র তাঁহার কিংবা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তার সমক্ষে দাখিল করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন;

(গ) মানুষের ব্যবহার-উপযোগী পানীয়, খাদ্য এবং অন্যান্য দ্রব্যের গুণাগুণ এবং উহা স্বাস্থ্যসম্মত ও স্বাস্থ্যবিধিগত কিনা তাহা নির্ধারণের জন্য মালিকের খরচে যোগ্যতাসম্পন্ন কোন এজেন্সীর মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য মালিক বা ব্যবস্থাপককে নির্দেশ দিতে পারিবেন;

(ঘ) নির্ধারিত ন্যূনতম মানের সহিত সংগতি রক্ষার উদ্দেশ্যে নির্দেশের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে রেস্তোরাঁর অবস্থা, সেবা ও সুবিধাদির উন্নতি বিধানের জন্য রেস্তোরাঁ মালিক বা ব্যবস্থাপককে নির্দেশ দিতে পারিবেন;

(ঙ) হোটেল-শিল্পের উন্নয়ন সম্পর্কিত অন্য কোন তথ্য তলব করিতে পারিবেন।

১৯। **কর্মচারীদের শিক্ষানবিসি পরিকল্প এবং প্রশিক্ষণ নীতি।**—হোটেল মালিক সমিতির সহিত পরামর্শক্রমে নিয়ন্ত্রক নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন ঃ—

(ক) কোন হোটেল বা রেস্তোরাঁ শিক্ষানবিসদের সংখ্যা যে কোন নির্দিষ্ট পেশায় নিয়োজিত কর্মচারীদের শতকরা দশ ভাগের অধিক নহে মর্মে নিশ্চিত করিবেন;

(খ) নির্দিষ্ট পেশায় নিয়মিতভাবে নিয়োজিত কর্মচারী প্রদত্ত বেতনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, প্রশিক্ষণ খরচ ছাড়াও কোন শিক্ষানবিসকে যে বৃত্তি প্রদান করা হইবে তাহা স্থির করিবেন এবং তাহার শিক্ষানবিসিকাল নির্ধারণ করিবেন;

(গ) শিক্ষানবিসগণের বয়সসীমা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, শারীরিক উপযুক্ততার মান এবং মনস্তাত্ত্বিক ও মানসিক স্বাস্থ্য কিরূপ হইতে হইবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন;

(ঘ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত বিভিন্ন বিশেষ কোর্সে হোটেল ও রেস্তোরাঁয় বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর নির্দেশদান করিবেন, যাহাতে প্রত্যেক হোটেল বা রেস্তোরাঁয় যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারীদের শতকরা হার নিয়ন্ত্রক কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম মান অর্জিত হয়; এবং

(ঙ) যে কোন সময়ে হোটেল বা রেস্তোরাঁয় প্রশিক্ষণহীন যে কর্মচারীদিগকে নিয়োগ করা যাইতে পারে তাহাদের শতকরা সর্বোচ্চ হার নির্ধারণ করিবেন।

২০। **চিকিৎসা সুবিধাদির বিধান।**—(১) এই অধ্যাদেশের অধীন নিবন্ধনকৃত ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত এবং তারকা শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি অনুযায়ী শ্রেণীভুক্ত প্রত্যেক হোটেলের মালিক অতিথিদের জন্য নিম্নবর্ণিত ন্যূনতম চিকিৎসা সুবিধাদির ব্যবস্থা করিবেন। যথা ঃ—

(২) এক ও দুই তারকা চিহ্নিত হোটেল হইলে ঃ

(ক) হোটেল প্রাঙ্গনের নিকটবর্তী কোন ডাক্তার থাকিবেন, যাহাকে ডাকামাত্র পাওয়া যায়;

(খ) প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি এবং সংগত পরিমাণের জীবন রক্ষাকারী ঔষধ;

(গ) প্রাথমিক চিকিৎসায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও যোগ্যতাসম্পন্ন দুইজন কর্মচারী;

(ঘ) জরুরী প্রয়োজনে রোগীকে হাসপাতালে প্রেরণের জন্য এ্যাম্বুলেন্স, ভ্যান বা গাড়ী প্রাপ্তির নিশ্চয়তা।

(৩) তিন তারকা চিহ্নিত হোটেল হইলে ঃ

(ক) (১) দফার (ক) হইতে (গ) উপ-দফার অনুরূপ;

(খ) নিকটবর্তী কোন স্থানে কোন ড্রাগ স্টোর অথবা কেমিস্টের দোকান না থাকিলে চব্বিশ ঘন্টার জন্য অনুরূপ সেবাকার্য;

(গ) এ্যাম্বুলেন্স অথবা ভ্যান।

(৪) চার ও পাঁচ তারকা চিহ্নিত হোটেল হইলে ঃ

(ক) (১) দফার (ক) উপ-দফার অনুরূপ;

(খ) প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি এবং সংগত পরিমাণের জীবন রক্ষাকারী ঔষধের মওজুদসহ একটি পৃথক পরামর্শ কক্ষ;

(গ) প্রাথমিক চিকিৎসায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও যোগ্যতাসম্পন্ন চারজন কর্মচারী;

(ঘ) জরুরী প্রয়োজনে একটি এ্যাম্বুলেন্স অথবা এ্যাম্বুলেন্সে পরিবর্তনযোগ্য একটি ভ্যান;

(ঙ) নিকটবর্তী কোন স্থানে ড্রাগ স্টোর অথবা কেমিস্টের কোন দোকান না থাকিলে চব্বিশ ঘন্টার জন্য অনুরূপ সেবাকার্য।

(৫) কোন অতিথি অথবা খরিদ্দার হৃদরোগ, রক্তক্ষরণ বা দুর্ঘটনাসহ কোন রোগে গুরুতরভাবে আক্রান্ত হইয়া ভুগিতে থাকিলে, হোটেলের ব্যবস্থাপক অবিলম্বে সম্ভাব্য সকল প্রকার যত্ন লইবেন এবং প্রয়োজনীয় সকল প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন।

২১। **অপরাধ এবং দন্ড।**—(১) কোন মালিক ধারা ৫-এ বর্ণিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিবন্ধের জন্য আবেদন করিতে ব্যর্থ হইলে তিনি নিয়ন্ত্রক কর্তৃক ধার্যযোগ্য অনধিক পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড সরকারকে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং ক্রমাগত ব্যর্থতার ক্ষেত্রে প্রথম বারের পর যতদিন পর্যন্ত তাহার উক্ত ব্যর্থতা অব্যাহত থাকিবে ততদিন পর্যন্ত প্রতি দিনের জন্য এক হাজার টাকা করিয়া অতিরিক্ত অর্থদন্ড প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) যদি কোন মালিক বা ব্যবস্থাপক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কোন খাদ্য বা পানীয় পরিবেশন করেন, অথবা মাছির দ্বারা বা অন্য কোন প্রকারে সংক্রমিত হইতে খাদ্য ও পানীয় সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত যত্ন না নেন, অথবা অপরিষ্কার বা দূষিত বাসন-পত্রে কোন খাদ্য বা পানীয় পরিবেশন করেন, তাহা হইলে তিনি নিয়ন্ত্রক কর্তৃক ধার্যযোগ্য অনধিক এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড সরকারকে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) যদি কোন মালিক বা ব্যবস্থাপক, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী মোতাবেক নিয়ন্ত্রক বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে, তিনি নিয়ন্ত্রক কর্তৃক ধার্যযোগ্য অনধিক এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড সরকারকে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৪) যদি কোন রেস্তোরাঁ ধারা ১৮ এর দফা (ঘ) এ বর্ণিত, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রদত্ত নির্দেশ পালন করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে নিয়ন্ত্রক উক্ত রেস্তোরাঁ পরিচালনা করা সাময়িকভাবে বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন এবং অনধিক পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে যে অর্থ তিনি উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তাহা অর্থ দন্ডরূপে ঐ রেস্তোরাঁর মালিকের উপর ধার্য করিতে পারিবেন।

(৫) এই অধ্যাদেশের অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত নহেন এইরূপ কোন হোটেল বা রেস্তোরাঁর মালিক বা ব্যবস্থাপক যদি তাহা কোন হোটেল বা রেস্তোরাঁ হিসাবে বিজ্ঞাপিত করেন, অথবা যে কোন প্রকারে হউক তারকা চিহ্ন ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তিনি নিয়ন্ত্রক কর্তৃক ধার্যযোগ্য অনধিক এক হাজার টাকা এবং এইরূপে বিজ্ঞাপিত করা কিংবা তারকা চিহ্নের ব্যবহার অব্যাহত রাখার জন্য প্রথম বারের পর যতদিন পর্যন্ত তিনি উহা বিজ্ঞাপিত করিতে থাকিবেন বা তারকা চিহ্নের ব্যবহার করিতে থাকিবেন ততদিন পর্যন্ত প্রত্যেক দিনের জন্য অনধিক দুইশত টাকা করিয়া অতিরিক্ত অর্থদন্ড সরকারকে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৬) কোন মালিক ধারা ২০ এর বিধানাবলী পালন করিতে ব্যর্থ হইলে তিনি নিম্নবর্ণিত দন্ডসমূহের যে-কোন এক বা একাধিক দন্ডে দন্ডিত হইবেন; যথা :—

(ক) নিয়ন্ত্রক কর্তৃক ধার্যকৃত অনধিক দুই হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড;

(খ) অনধিক ছয় মাসের জন্য লাইসেন্স স্থগিতকরণ;

(গ) নিবন্ধন বাতিলকরণ।

২২। কোম্পানী, প্রভৃতি কর্তৃক লঙ্ঘন।—এই অধ্যাদেশের কোন বিধান বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি, আদেশ বা নির্দেশ লঙ্ঘনকারী বা তাহা পালনে ব্যর্থ কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোম্পানী অথবা অন্য বিধিবদ্ধ সংস্থা হয়, উহার প্রত্যেক পরিচালক, সচিব অথবা অন্য কর্মকর্তা অথবা তাঁহাদের কোন প্রতিনিধি উক্ত লঙ্ঘন বা ব্যর্থতা যে তাঁহার অজ্ঞাতসারে ঘটিয়াছে অথবা উহার সংঘটন প্রতিরোধের জন্য যে তিনি যথাযথ প্রচেষ্টা চালাইয়াছিলেন তাহা প্রমাণ করিতে না পারিলে, উক্ত লঙ্ঘন বা ব্যর্থতার জন্য ব্যবস্থিত দণ্ডনীয় হইবেন।

২৩। আদায় পদ্ধতি।—এই অধ্যাদেশের অধীন আরোপিত অর্থদণ্ড ভূমির বকেয়া রাজস্ব হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

২৪। আপীল এবং পুনর্বিচার।—(১) এই অধ্যাদেশের অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ যে কোন ব্যক্তি উক্ত আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে নিম্নবর্ণিতগণের বরাবরে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন ঃ—

(ক) উক্ত আদেশ কোন সহকারী নিয়ন্ত্রক কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকিলে, উপ-নিয়ন্ত্রকের নিকট;

(খ) উক্ত আদেশ দফা (ক) মতে আপীলের উপর প্রদত্ত আদেশ না হইয়া, উপ-নিয়ন্ত্রক কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ হইলে, নিয়ন্ত্রকের নিকট;

(গ) উক্ত আদেশ দফা (খ) মতে আপীলের উপর প্রদত্ত কোন আদেশ না হইয়া, নিয়ন্ত্রক কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ হইলে, নির্ধারিত আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট।

(২) সরকার, স্বীয় উদ্যোগে অথবা উপ-ধারা ১ এর অধীন প্রদত্ত আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন মালিক বা ব্যবস্থাপকের আবেদনক্রমে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে তদসম্পর্কে যে আদেশ উপযুক্ত মনে করেন তাহা প্রদান করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন মালিক বা ব্যবস্থাপককে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার এবং শুনানীর সুযোগ না দিয়া তাহার বিরুদ্ধে কোন আদেশ দেওয়া যাইবে না।

২৫। দায় মুক্তি।—এই অধ্যাদেশ বা তদধীন প্রণীত বিধি অনুযায়ী সরল বিশ্বাসে কোন কিছু করা হইলে বা করা অভিপ্রেত হইলে তজ্জন্য সরকার, নিয়ন্ত্রক, সরকারের অধস্তন কোন কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ অথবা কমিটির কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের, অভিযোগ করা বা অন্যবিধ আইনানুগ কোন কার্যধারা চলিবে না।

২৬। অব্যাহতি।—সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এই আইনের সকল বিধান বা উহার কোনটি কিংবা উক্ত অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত সকল বিধি বা উহার কোনটির প্রয়োগ হইতে কোন হোটেল বা রেস্তোরাঁকে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এবং কোন শর্ত থাকিলে সেই শর্ত সাপেক্ষে অব্যাহতি দিতে পারিবেন।

২৭। বিধি প্রণয়ন ক্ষমতা।—(১) সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধিসমূহ প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষ করিয়া এবং পূর্ববর্তী ক্ষমতার সামগ্রিকতার হানি না ঘটাইয়া, অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থা থাকিবে ঃ—

(ক) হোটেল ও রেস্তোরাঁসমূহের নিবন্ধকরণ ও শ্রেণী বিন্যাসের মান নির্ধারণ ও পুনরীক্ষণ;

(খ) কোন হোটেলের শ্রেণীবিন্যাস পরিবর্তন বা নিম্ন শ্রেণীভুক্তকরণের কারণসমূহ;

(গ) হোটেল বা রেস্তোরাঁর প্রকাশ্য স্থানসমূহে প্রদর্শনের জন্য হোটেল প্রদত্ত তারকচিহ্ন বিন্যাসসহ "সাইন শিল্ড" ইস্যুকরণ পদ্ধতি;

(ঘ) কমিটি যে সকল বিষয়ে সাহায্য ও পরামর্শ দিতে পারেন সেই সকল বিষয়;

(ঙ) কমিটির বিভিন্ন সভা এবং ঐ সকল সভায় অনুসরণীয় কার্যপদ্ধতি;

(চ) নিবন্ধনকরণ এবং লাইসেন্সের জন্য ফিস নির্ধারণ;

(ছ) ধারা ৫ এ উল্লিখিত শারীরিক উপযুক্ততা সম্পর্কে সার্টিফিকেটের ফরম এবং উহা নিয়ন্ত্রকের নিকট দাখিলের সময়;

(জ) সংক্ষিপ্ত তদন্ত অনুষ্ঠানের পদ্ধতি; এবং

(ঝ) নির্ধারণ করা হইবে অথবা নির্ধারিত হইতে পারে এমন অন্যান্য বিষয়।

এইচ এম এরশাদ, এন ডি সি, পিএসসি,
লেফটেন্যান্ট জেনারেল
প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক।

ঢাকা ঃ
৬ ডিসেম্বর, ১৯৮২

স্বা/=
শামসুর রহমান
উপ-সচিব।

আবদুর রহমান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।